জাতীয় সড়কে টোটোর দৌরাত্ম্য রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার ● রায়গঞ্জ

১৫ মার্চ ঃ হাজার চেষ্টা করেও জাতীয় সড়কের ওপর রোখা যাচ্ছে না টোটোর দৌরাত্ম্য। যখন তখন দূরপাল্লার বাস ও লরির ভিড়ে আচমকাই ঢুকে পড়ছে টোটো। ব্যস্ত ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে হালকা পলকা টোটোর সঙ্গে ভারী যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রায়ই ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা। পুলিশ ও প্রশাসনের বক্তব্য, জাতীয় সড়ক ছাড়া যে কোনো রাস্তা দিয়েই অবাধে যাতায়াত করতে পারে টোটো। মাসখানেক আগেই জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে রীতিমতো মাইকিং করে ওই সড়ক দিয়ে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত উপেক্ষা করেই সেখানে অবাধে চলাচল করছে যাত্রীবোঝাই টোটো। এই এলাকার প্রশাসন ও বিরোধীদলের শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে রীতিমতো বৈঠক করে জাতীয় সড়কে টোটো যাতায়াত বন্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তার পরেও কেন এত বিশৃঙ্খলা? কবেই বা বন্ধ হবে এই প্রহসন? এসব প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দারা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের বুক চিরে চলে গিয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই রাস্তা দিয়ে সব সময়ই ভারী যানবাহন চলাচল করে। এদিকে এই দীর্ঘ সড়কের দু'পাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম ও শহর। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় দিয়ে জাতীয় সড়ক পার হয়ে উলটো দিকে যায় টোটোগুলি। তবে ওই জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকায় সেখানে ভালোভাবেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু শহরের অন্যান্য যেসব রাস্তা জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছে, সেগুলি দিয়েও বহু টোটো জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে। আর সেদিকে পুলিশের নজরদারি নেই বললেই চলে। ওই সমস্ত ছোটো রাস্তা দিয়ে টোটোগুলি জাতীয় সড়কে উঠে দীর্ঘ রাস্তা পার হয়ে ফের অন্যান্য জায়গায় চলাচল করছে। একইভাবে ইটাহার, করণদিঘি, টুঙ্গীদিঘির মতো জায়গাতেও অবাধে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে চলাচল করছে টোটো। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ জাতীয় সড়কে সঠিক পুলিশি নজরদারি না থাকার কারণেই মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে কোনো টোটোচালক এই নিষেধাজ্ঞা না মানলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনের দাবি, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জাতীয় সড়ক দিয়ে টোটো চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তার পরেও কেন টোটো চলছে আমরা তা খোঁজ নিয়ে দেখব। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি জয়ন্ত রায় বলেন, আমরা আগেও বহুবার জাতীয় সড়কে টোটো না চালানোর জন্য চালকদের বলেছি। তারপরেও কিছু চালক টোটো নিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে পড়ছেন। আমরা এর বিপক্ষে। আবারও সকলকে সতর্ক করব।

আটকানোর আশ্বাস

জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে কোনো টোটোচালক এই নিষেধাজ্ঞা না মানলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

–সুমিত কুমার
পুলিশ সুপার, উত্তর দিনাজপুর

আমরা আগেও বহুবার জাতীয় সড়কে টোটো না চালানোর জন্য চালকদের বলেছি। তারপরেও কিছু চালক টোটো নিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে পড়ছেন। আবারও সকলকে সতর্ক করব।

–জয়ন্ত রায়
সভাপতি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন

ডালখোলায় বেড়েছে অবৈধ প্যাথলজি ল্যাব

ডালখোলা, ১৫ মার্চ ঃ ডালখোলা শহর ও সংলগ্ন এলাকাজুড়ে বেশ কয়েকটি অবৈধ প্যাথলজি ল্যাব গজিয়ে উঠেছে। এইসব ল্যাবের রিপোর্টে অনেক সময় ভুল চিকিৎসার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের অসচেতনতার জন্যেই এই ধরনের প্যাথলজি ল্যাবের বাড়বাড়ন্ত।

জানা গিয়েছে, এই ল্যাবগুলিতে রক্ত সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। তাদের দেওয়া রিপোর্টের যথার্থতা নিয়ে চিকিৎসক মহলেও সংশয় রয়েছে। আবার অনেক সময় কিছু চিকিৎসক কমিশন ভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে রোগীদের নির্দিষ্ট কিছু ল্যাবে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। এই ল্যাবগুলিতে স্বাস্থ্যবিধান না মেনে রোগীর দেহ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার ফলে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে বলে মনে করছেন স্থানীয় কিছু চিকিৎসক। এ ব্যাপারে ডালখোলা পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সদস্য তথা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুভাষ গোস্বামী বলেন, 'ডালখোলা শহরে বেশ কয়েকটি প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে যদি কোনোটি অবৈধভাবে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতারণা করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' তিনি আরও জানান, এই বিষয়ে পুরসভার কর্মীদের প্রতিটি ল্যাবে পাঠানো হবে তাদের নথি পরীক্ষা করার জন্য। এ বিষয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন, 'এর আগেও অবৈধ চিকিৎসক ও ল্যাবের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে বেশ কয়েকটি অবৈধ ল্যাব এবং নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদি এধরনের অবৈধ ল্যাবের খবর পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে এক্ষেত্রে জনগণকেই প্রাথমিকভাবে সচেতন হতে হবে, জানিয়েছেন প্রকাশবাবু।

> এর আগেও অবৈধ চিকিৎসক ও ল্যাবের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে বেশ কয়েকটি অবৈধ ল্যাব এবং নার্সিংহোম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদি এধরনের অবৈধ ল্যাবের খবর পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> – প্রকাশ মৃধা
> *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক*

চুরির অপবাদে লজ্জায় আত্মঘাতী ছাত্রী

ধূপগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী মৃত্যুর আগে কীটনাশক খেয়েছিল। ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের খলাইগ্রাম এলাকায়। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে ছাত্রীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। মৃতার নাম রেশমি খাতুন (১৩)।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার খলাইগ্রাম এলাকার একটি দোকান থেকে ছাত্রীর এক আত্মীয় সম্পর্কে দাদা দুই টাকা দিয়ে মিষ্টি সুপারি কেনেন। কিন্তু দোকানদার অকারণেই ছাত্রীকে চুরির অপবাদ দেন। ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। ছাত্রীর পরিবারের একাধিক সদস্যকে ওই দোকানদার চুরির বিষয়ে অভিযোগ জানান। লজ্জায় ছাত্রীটি ঘটনা বাড়িতে এসে কীটনাশক খেয়ে নেয় বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রীর জ্যাঠা তফিউদ্দিন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটির বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। মেয়েটি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। ইতিমধ্যে ভিনরাজ্যে ছাত্রীর বাবাকে খবর জানানো হয়েছে। তবে ঘটনায় এখনও পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কিন্তু স্থানীয়ভাবে আলোচনা করে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখনও ঘটনায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে অভিযোগ পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে অভিযোগ জানানো না হলেও তদন্ত করা হবে।

পয়ামারি মোড়–দোমুখা সেতু

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ বাসিন্দাদের

হলদিবাড়ি, ১৫ মার্চ ঃ পয়ামারি মোড় সংলগ্ন রাজ্য সড়ক থেকে দোমুখা সেতু পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে। দুর্ভোগে পড়েছেন উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারি, দুইশ বিঘা, খয়েরবাড়ি, বোনাপাড়া সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। বর্ষার মরশুমে কাদা এবং গ্রীষ্মে ধুলোর জন্য ওই রাস্তা দিয়ে চলাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বলেন, একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগ নেয়নি।

প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সইদুল ইসলাম বলেন, বহুদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে রাস্তাটি। ওই রাস্তায় ছোটো–বড়ো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। রাস্তাটি সারাই করা হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। স্থানীয় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষিকা বীণা সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। কোথাও এতটুকু পিচ পড়েনি। কাঁচা রাস্তার মাঝে রয়েছে বড়ো বড়ো গর্ত। এলাকার মানুষ ওই রাস্তাটির উপর নির্ভরশীল। এখানে কাজে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই রাস্তার এমন হাল দেখে আসছি।' রাস্তার ধারে আছে একটি এমএসকে ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এমএসকে'র শিক্ষক মনোরঞ্জন মল্লিক ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী অঞ্জলি রায় জানান, ওই বেহাল রাস্তা দিয়ে দুইশ বিঘা, বোনাপাড়া, পয়ামারি প্রভৃতি এলাকার খুদে পড়ুয়াদের চলাচল করতে হয়। রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু প্রশাসন রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। রাস্তাটির বেহাল দশা সম্পর্কে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জুহিলিকা মল্লিক জানান, রাস্তাটির বেহাল দশার কথা তাঁকে কেউ জানাননি। তিনি খোঁজ নিয়ে রাস্তাটির দ্রুত সংস্কারে উদ্যোগী হবেন।

পয়ামারি মোড় সংলগ্ন রাজ্য সড়ক থেকে দোমুখা সেতু পর্যন্ত রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে আছে। ছবি ঃ অমিতকুমার রায়

রক্ষী ও বাতি নেই এটিএমে

বাগডোগরা, ১৫ মার্চ ঃ শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ডের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে টু–র ধারে একটি বেসরকারি বাংকের এটিএমে নিরাপত্তার কোনো বালাই নেই। রাতে লাইট জ্বলে না, নেই কোনো রক্ষী। গ্রাহকরা মোবাইলের টর্চের আলোয় টাকা তোলেন। এ নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। এই ব্যাংকটি যে বাড়িতে সেই বাড়ির মালিক জ্যোতি ঘোষ বলেন, পরপর দুইবার এই ব্যাংকে দুষ্কৃতীরা এটিএম ভাঙে। গত নভেম্বর মাসে একবার এবং তার আগেও একবার ভেঙেছিল। দুইবার ভাঙার পরও কেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে না ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে ম্যানেজার সুরজিৎ সেনগুপ্ত জানান, একটি সংস্থা এটিএমের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমরা তাদের মেল পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। আশা করছি শনিবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেখলিগঞ্জে রেডক্রস ভবন ফের চালুর দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১৫ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেখলিগঞ্জ রেডক্রস ভবন। ফলে পরিসেবা বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় মানুষের সুবিধার জন্য সেটি ফের চালু করার দাবি উঠেছে মেখলিগঞ্জে। কোচবিহার জেলার সীমান্ত এলাকা মেখলিগঞ্জ ব্লকে লক্ষাধিক মানুষ বাস করেন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত রেডক্রস অফিসটি বর্তমানে আগাছায় ভরে গিয়েছে।

বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে মেখলিগঞ্জ রেডক্রস ভবন। ছবি ঃ শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্সটি অনেকদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৭৭ সালে মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন স্থানীয় বাসিন্দা মলিনামোহন সরকার। সেই সময় একটি ছোটো ঘরে রেডক্রসের বিভিন্ন কাজকর্ম চালানো হত। শিলিগুড়ি থেকে চিকিৎসক এনে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রায়ই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হত। রেডক্রস সোসাইটির আজীবন সদস্য গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগে রেডক্রসের তরফে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো, গরিবদের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, বস্ত্র বিতরণ করা হত। এছাড়া বছরের বিশেষ দিনগুলিতে হাসপাতালের রোগী এবং মেখলিগঞ্জ থানার কয়েদিদের ফলমূল দেওয়া হত। পরবর্তীতে বরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে রেডক্রসের বেহাল দশার কারণ জানতে চাওয়া হলে এক সদস্য জানান, বর্তমান সম্পাদক বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁদের কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রেডক্রসের সম্পাদক পরিবর্তন করে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। মেখলিগঞ্জ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কুণাল নন্দী জানান, স্থানীয় মানুষের সুবিধার কথা ভেবে রেডক্রসের পরিসেবা দ্রুত চালু হওয়া উচিত।

মেখলিগঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে দেবজ্যোতি রায়লস্কর বলেন, 'নতুন প্রজন্মের কারও হাতে মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত। তাহলে রেডক্রস সোসাইটি হারানো মর্যাদা ফিরে পাবে।' যদিও অসুস্থ থাকায় কোনো মন্তব্য করতে পারেননি বর্তমান সম্পাদক বরেন্দ্রনাথ ঘোষ। মেখলিগঞ্জের স্থানীয় প্রশাসনের তরফে অবশ্য রেডক্রসের হাল ফেরানোর ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার প্রশাসক তথা মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক দিব্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টি নিয়ে বৈঠক ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

বাউলগানের আসর

ক্রান্তি, ১৫ মার্চ ঃ মাল ব্লকের গচিমারিতে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বাউলগানের আসরে যোগ দিয়েছেন এপার ও ওপার বাংলার শিল্পীরা। গচিমারি ও নেওলাবস্তি রক্ষাকালীপুজো ও নামযজ্ঞ কমিটি আয়োজিত বাউলগানের আসরে বাংলাদেশের শিল্পী শ্যামল দাস ছাড়াও বিজয়া দাসী (শিলিগুড়ি), সনেকা দাসী (মালদা), মেঘনাদ দাস (বালুরঘাট) ও মুর্শিদাবাদের বাউলশিল্পী রিনা চক্রবর্তী অংশ নিয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় চারটি বাউল শিল্পীগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে।

ভিনরাজ্যে থাকা ভোটারদের খোঁজ নিতে ব্যস্ততা শুরু সীমান্তের গ্রামে

মেখলিগঞ্জ, ১৫ মার্চ ঃ কেমন আছেন, শরীর ভালো আছে কিনা জানতে চেয়ে মোলায়েম গলায় ফোন যাওয়া শুরু হয়েছে। ভোট এসে গিয়েছে, তাই শুরু হয়ে গিয়েছে খোঁজ নেওয়ার পালাও।

অন্যান্য ভোটের মতো লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে না হতেই বাইরে থাকা ভোটারদের খোঁজখবর নিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে এনিয়ে প্রস্তুতি চললেও নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরে এই কাজে আরও গতি এসেছে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও খোঁজ নেওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ভোট এলেই পেটের টানে দিনের পর দিন বাইরে থাকা মানুষের কথা মনে পড়ে নেতাদের। অথচ, এর বাইরে সারাবছর নেতাদের টিকির নাগাল পাওয়া মুশকিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনেক মানুষ কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। জানা গিয়েছে, কারা বাইরে থাকেন সেই হিসেবও রয়েছে স্থানীয়দের কাছে। এখন সেই তালিকা নতুন করে তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছেন। তবে এনিয়ে অবশ্য শাসক এবং বিরোধী শিবিরের কেউই কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কারণ কেউই তাদের কৌশল বাইরে জানাতে চায় না।

কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় নেতারা পড়শিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের পরিবারের কোনো ভোটার বাইরে রয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে জেনে নিয়ে তাঁদের মোবাইল নম্বরও খাতায় লিখে নিচ্ছেন। এরপর মোবাইলে যোগাযোগও শুরু করে দিয়েছেন। কেমন রয়েছেন তাঁরা, শরীর ভালো আছে কিনা– প্রথমদিকে এইসব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পরেই বলে দেওয়া হচ্ছে ভোটের আগেই যেন বাড়ি পৌঁছে যান। কাজ কামাই হলে মজুরি কাটা যাবে। এক্ষেত্রে তাই সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শাসকদলের কয়েকজন নেতা বলেন, যেহেতু এই এলাকার অনেক মানুষ বাইরে থাকেন তাই নির্বাচনের আভাস পাওয়ার পর থেকেই এনিয়ে গ্রামে খোঁজখবর নেওয়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও সব তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়নি। বাইরে থাকা ভোটারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। সীমান্তের ওইসব এলাকায় প্রচুর সংখ্যক ভোটারও রয়েছেন।

উল্লেখ্য, বাইরে থাকা প্রচুর সংখ্যক ভোটার সীমান্ত এলাকার ভোট বাক্স ভরতি করার ক্ষেত্রে অনেকটাই ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ান, যেটা অজানা নয় কারও। তাই প্রতিটি ভোটের সময় তাঁদের কদর বেড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় খোঁজখবর। যদিও গ্রামের অনেকে বলেন, লোকসভা ভোটে বাইরে থাকা অনেকেই ভোট দিতে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই এখন থেকেই তাঁদের ভোটের দিনে হাজির করার জন্য নেতাদের তরফে ঘনঘন যোগাযোগ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।